PWEA
NEWS LETTER
A Publication of Public Works Engineers Association
Vol-1/EC 2002-2003 March 2002
স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা- পাওইএ নিউজলেটার

আলোর মুখ দেখল PWEA News letter। বর্তমান সংখ্যাটি নিয়মিত প্রকাশনার লক্ষ্যে পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন ২০০২-২০০৩ নির্বাহী কমিটির প্রথম প্রয়াস। জানামতে PWEA এর আগে কয়েকবার বিচ্ছিন্নভাবে একটি মুখপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিল। সে সব প্রচেষ্টার সাথে জড়িত আমার পূর্বসূরীদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে বর্তমান সুযোগটি সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য এসোসিয়েশন এর সকল সদস্য ও এর নির্বাহী কমিটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের অনেক দিনের প্রত্যাশা এই News letter-এর নিয়মিত প্রকাশনার জন্য প্রয়োজন এর পরিচর্যার। সেটা সম্ভব এই প্রচেষ্টায় আমাদের সবার অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। তাই সবার কাছে আবেদন থাকবে লেখা পাঠানোর জন্য। বিশেষ করে আমাদের তরুণ সদস্যদের এব্যাপারে ভূমিকা রাখতে হবে। গত জানুয়ারী মাসে PWD এর Annual Conference চলাকালীন সময়ে সকল সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে লেখা চাওয়া হয়েছিল। বলতেই হয় সাড়া আশানুরূপ নয়।

এর মাঝে প্রকাশনা সাবকমিটি কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেছে। তার একটি হচ্ছে সদস্যদের সন্তানরা এখানে লেখা/আঁকা ছবি পাঠাতে পারবে। অন্যটি হল প্রকাশনা নিজস্ব আয় থেকে ব্যয় করবে। এজন্য সীমিত সংখ্যক বিজ্ঞাপন আমরা প্রচার করব এবং পত্রিকাটির একটি নামমাত্র শুভেচ্ছা মূল্য ধার্য থাকবে। আমাদের বাজেট বড় নয়। আমরা অনাড়ম্বরে শুরু করলাম। সময়ে এর গতিপথ ও ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

প্রথম সংখ্যার লেখা, কলাম ও বিভাগগুলি কিছুটা পরীক্ষামূলক। এর আকার-অবয়ব, অঙ্গসজ্জা, সূচী আপনাদের মতামতের ভিত্তিতে পরিবর্তন পরিবর্ধন হতে পারে। যে কোন গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে আমন্ত্রিত। প্রকাশনা কমিটি আপনাদের মতামতের মূল্য দেয়।

মার্চ মাস-স্বাধীনতার মাস। লক্ষ শহীদের রক্তে অর্জিত এই স্বাধীনতা। আমাদের উদ্বোধনী সংখ্যাটি সেই মহান শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হল।

মোঃ মফিজুর রহমান
প্রকাশনা ও দপ্তর সম্পাদক

পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম মুক্ত আলোচনা

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী পূর্ত কাজে গণপূর্ত অধিদপ্তরের যথাযথ অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্যে পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন তার সদস্যদের নিয়ে এক উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করে গত ২৬.০২.২০০১ তারিখে। অত্যন্ত প্রাণবন্ত মুক্ত এই আলোচনায় এসোসিয়েশনের সর্বস্তরের সদস্যরা সতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন। মতবিনিময়কালে এই সত্য উদঘাটিত হয় যে, সর্বাগ্রে দরকার গণপূর্ত অধিদপ্তরকে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করা। আলোচকগণ সেই লক্ষ্যে কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন। সে ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে ঃ

- গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি পূর্ণাংগ প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ।
- পিডব্লিউডি-এর একটি শক্তিশালী Data Base গঠন করা একান্তই আবশ্যক। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে MIS Cell কে শক্তিশালী করা।
- পিডব্লিউডি-এর একটি নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন সেল (Research & Development Cell) গঠন।
- স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে যথাসময়ে ড্রয়িং সংগ্রহ করা, দাতা সংস্থা, মন্ত্রণালয়, প্রত্যাশী সংস্থা এবং গণমাধ্যমের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা প্রভৃতি কাজের জন্য লিয়াজোঁ অফিসার পদ সৃষ্টি করন। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থপতি, ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল ও ই/এম), মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নকারী নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল ও ই/এম) গণের সমন্বয়ে একটি প্রকল্প সমন্বয় সেল গঠন।
- প্রতিটি জেলায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে Material Testing Laboratory স্থাপন করা।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পিডব্লিউডি সম্পর্কে একটি Extensive Study করা প্রয়োজন।
- Global পরিচিতি পাওয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে আমাদের পরিচিতি, কাজ এবং অন্যান্য তথ্য সমৃদ্ধ একটি Web site তৈরী করা যা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
- গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন স্থাপত্য নকশা, কাঠামো নক্সা, সরকারী বিভিন্ন সার্কুলার, Schedule of rates, বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি Documentation cell গঠন করা প্রয়োজন।

(প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত সার দেখুন পৃষ্ঠা ৪-এ)

পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট-এর বার্ষিক কনফারেন্স-২০০২ অনুষ্ঠিত

বিগত ১৪ জানুয়ারী হতে ১৯ জানুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত পূর্ত ভবন মিলনায়তনে পিডব্লিউডি বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মির্জা আব্বাস-এর উদ্বোধন করেন। সারা দেশের নির্বাহী প্রকৌশলী ও তদুর্ধ কর্মকর্তা বৃন্দ এই কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করেন। অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি ও বিরাজমান সমস্যাবলী নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কনফারেন্স চলাকালে বিভিন্ন কারিগরী বিষয়ে সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।।

কনফারেন্স ২০০২ চলছে

'৭১-এর স্মৃতির পাতা থেকে

গোলাম আজাদ, বীর প্রতীক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

তৎকালীন নড়াইল মহাকুমা ও গোপালগঞ্জ মহাকুমার কিছু অংশ পাক-হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকারদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য লেফটেন্যান্ট এম.এইচ. সিদ্দিকী (কমল সিদ্দিকী), বীর উত্তমকে কোম্পানী কমান্ডার করে তৎকালীন ই.পি.আর. এয়ারফোর্স, পুলিশ ও মুক্তি বাহিনীর (এফ.এফ) সদস্য দ্বারা জি-৪ 'ক'কোম্পানী গঠন করা হয়। ই.পি.আর. এয়ারফোর্স ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য হেড কোয়ার্টার প্লাটুন ও প্লাটুন নং-২ গঠিত হয়েছিল এবং শুধু এফ.এফ এর সদস্য দ্বারা ১নং প্লাটুন গঠন করা হয়। ১নং প্লাটুনের কমান্ডার হিসাবে আমাকে মনোনীত করা হয়। জি-৪ 'ক'কোম্পানী ৩-ইঞ্চি মর্টার, এল.এম.জি, এস.এল.আর, থ্রি-নট রাইফেল, ষ্টেনগান, এন্টি ট্যাংক মাইন, এন্টি পারসোনাল মাইন, গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভসহ প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ দ্বারা সজ্জিত ছিল।

যতদূর মনে পড়ে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে আমরা কমল সিদ্দিকী, বীর উত্তম এর নেতৃত্বে সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে ৮নং সেক্টরের সাব-সেক্টর বয়রা হতে তৎকালীন নড়াইল মহাকুমা বর্তমান নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার ইতনা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হই।

রাতের আঁধারে পাক-আর্মি ক্যাম্পগুলোকে পাশ কাটিয়ে আমাদের গন্তব্যের দিকে যেতে থাকি। শেষ রাতের দিকে আমরা বর্তমান মাগুরা জেলার বুনোগাতি নামক স্থানে উপস্থিত হই। বুনোগাতি এসে দেখি যে, বুনোগাতি বাজারের কিছু দোকান দখলদার পাক-সেনারা স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পুড়িয়ে দিয়েছে। এলাকার লোকদের নিকট থেকে জানা গেল যে, পাক-সেনারা বুনোগাতি রাজাকার ক্যাম্পে এসে মাঝে মাঝে অবস্থান নেয় এবং এলাকার সাধারণ মানুষের উপর নানা ধরনের অত্যাচার করে আবার তাদের নিজস্ব ক্যাম্পে ফিরে যায়। এমতবস্থায় আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমরা যদি রাজাকারদের ক্যাম্পটি দখল করি তবে আর পাক-সেনারা বুনোগাতি এসে থাকার মত কোন আশ্রায় পাবে না এবং তারা সহজে উক্ত এলাকায় রাজাকার সদস্য সংগ্রহ করে নুতন করে ক্যাম্প তৈরী করতেও পারবে না।

আমরা স্থানীয় লোকদের সংগে আলোচনা করে জানতে পারলাম রাজাকার ক্যাম্পটি একটি পাকা স্কুলে এবং ঐ স্কুলের পিছনে নদীর পাড়ে কিছু টিনের ঘরে আছে। এরপর কোম্পানী কমান্ডার কমল সিদ্দিকী, বীর উত্তমের সংগে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করলাম যে, কমল সিদ্দিকী, বীর উত্তম হেড কোয়ার্টার প্লাটুন ও ২নং প্লাটুন নিয়ে রাজাকার ক্যাম্পের সামনের দিক দিয়ে আক্রমন করে রাজাকারদের ব্যতিব্যস্ত রাখবে আর এই সুযোগে আমি আমার প্লাটুনের মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে পিছনের দিক দিয়ে ঢুকে রাজাকার ক্যাম্প দখল করব। সামনের দিক থেকে শুধু দালান লক্ষ্য করে গুলি করা হবে বিধায় সেই গুলি পিছনের দিক দিয়ে রাজাকার ক্যাম্পে ঢুকলে আমাদের গায়ে লাগার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এই প্ল্যান মোতাবেক আমি আমার বাহিনী নিয়ে পিছনের দিক দিয়ে ক্যাম্পের একদম নিকটে চলে আসি। যেহেতু আমরা একটা বাগানের ভিতর দিয়ে আসছিলাম এবং তখনও কিছুটা অন্ধকার ছিল তাই শত্রুরা আমাদের আগমন একদম টের পায় নাই। এমন সময় সামনের দিক থেকে কমল সিদ্দিকী, বীর উত্তমের নেতৃত্বে প্রচন্ড গুলি বর্ষণ শুরু হয়। হঠাৎ গুলির আওয়াজে রাজাকাররা হকচকিয়ে যায়। তবে পাল্টা গুলি ছুড়তে থাকে। এর মধ্যে আমরাও আমাদের পজিশন নিয়ে নেই। রাজাকারদের গুলির আওয়াজে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের সামনে বড় এক পাকা বাংকার আছে যা পূর্বে আমাদের জানা ছিল না। বাংকারের ছিদ্র দিয়ে রাজাকাররা গুলি ছুঁড়ছিল। তারা সদ্য ঘুম থেকে উঠে গুলি ছুঁড়ছিল বিধায় তাদের গুলির কোন সঠিক নিশানা ছিল না। রাজাকারদের ছোঁড়া গুলি আমাদের আশে পাশের বাঁশ ঝাড়ের উপরের দিকে লাগছিল। তাদের এই অসতর্কতার সুযোগে আমি ক্ষিপ্র গতিতে ব্যাংকারের নিকট চলে আসি এবং ব্যাংকারের মধ্যে গ্রেনেড চার্জ করি। এর ফলেই মূলতঃ রাজাকার ক্যাম্পের পতনের সূচনা হয়। এরপর আমি আমার সহযোদ্ধাদের কভারিং ফায়ারের সহায়তায় ঝড়ের বেগে রাজাকার ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে পরি এবং তাদের সারেন্ডার করাই। এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে কোনই ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই।

শত্রু ক্যাম্প দখল করার পর ঐ এলাকার জনগণের মধ্যে যে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রাজাকার ক্যাম্প মুক্তিযুদ্ধ দ্বারা বিজিত বুঝতে পেরে ঐ এলাকার ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত বাড়ীতে যে যা পেরেছে তা মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ানের জন্য রান্না করেছে।

বন্দিদের নিয়ে আমরা বুনোগাতি থেকে এক মাইলেরও বেশী দূরে এক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাড়ীতে বিশ্রাম করার জন্য রওনা হই। পথিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন বাড়ীতে কিছু না কিছু খেতে হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়াতে পেরে তাদের যে কি আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চেয়ারম্যান বাড়ীর কাচারী ঘরটি ছিল খুবই বড়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের কোম্পানী কমান্ডার কমল সিদ্দিকী, বীর উত্তম আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। উনি হয়ত চেয়ারম্যান সাহেবকে আমার সমন্ধে কিছু বলে থাকবেন। এই জন্য আমাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বাড়ীর মা-বোনেরা জলচৌকিতে বসিয়ে হাত-পা ধুইয়ে দেয়। ঘরের ভিতরে একটা পালঙ্কে আমার শোয়ার ব্যবস্থা করে। তাদের ব্যবহারে মনে হচ্ছিল যেন তাদের ছেলে বিশ্ব জয় করে ঘরে ফিরেছে। সমস্ত রাত হেটে আসার জন্য আমি শোয়ার সংগে সংগে ঘুমিয়ে পড়ি। আনুমানিক দুপুর ২/৩ টার দিকে ঘুম থেকে উঠি। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা শোবার ঘরের মধ্যেই করা হয়। পিঁড়িতে বসেই আমার খাওয়া শেষ করি। এ সময় বাড়ীর মা-বোনেরা আমার কাছেই ছিল এবং খাবার তুলে দিচ্ছিল।

এ দেশের সাধারণ মানুষের সাহায্য সহযোগিতা ভালবাসার কথা স্বীকার না করলে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা হবে। বুনোগুতি রাজাকার ক্যাম্প দখল করার পর ঐ এলাকার গণগণের যে ভালবাসা পেয়েছি তা আমাকে পরবর্তীতে অনেক বিপদজনক যুদ্ধ করার প্রেরণা যুগিয়েছে।

ঐ এলাকা ছেড়ে আসার আগে আমরা বন্দি রাজাকারদের স্থানীয় লোকদের নিকট হস্তান্তর করে আসি। এই আক্রমনের সময় আমার সংগে ৪০ জনের মত মুক্তিযোদ্ধা (এফ.এফ) ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের মধ্যে মোস্তাফা কামাল, গোলাম সাজ্জাদ, আখতার উজ্জামান, মিজানুর রহমান, আখতার, কাকলী, প্রদীপ, মজিদ, কুদ্দুস ছাড়া এখন আর কারো নাম মনে করতে পারছিনা। এদের মধ্যে মোস্তফা কামাল পরবর্তীতে লোহাগড়া উপজেলা দখল করার সময় শহীদ হন। ইতনা হাই স্কুলের সামনে তাকে কবর দেওয়া হয়। ■

প্রকাশনা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানালেন যাঁরা

মন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপূর্ত অধিদপ্তর দেশের সুপ্রাচীন সরকারী প্রতিষ্ঠান যার রয়েছে পূর্ত কাজ করার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এ অধিদপ্তর সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে, তেমনি সরকারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে রেখেছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। এ অধিদপ্তর পূর্বের মত আগামী দিনেও তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুনিপুনভাবে পালন করবে বলে আমি মনে করি।

পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন একটি সাময়িকী প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সাময়িকীর মাধ্যমে এ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীরা নিজেদের কর্ম অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবেন এবং চলমান বিশ্বের নানা কারিগরি বিষয়ের উপর তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন। সেইসাথে অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তথা জনগণ এ সাময়িকীর মাধ্যমে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে আরও ভালভাবে জানার সুযোগ পাবে।

আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

(মির্জা আব্বাস)

প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন একটি সাময়িকী প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যাগকে আমি স্বাগত জানাই। এসব প্রচেষ্টার মাধ্যমে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের মেধা ও মননশীলতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রকৌশলীদের সৃজনী প্রতিভা ও সৃষ্টিশীল কর্ম দেশের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তাঁদের এ উদ্যোগ আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে আরও উজ্জীবিত করে তুলবে।

আমি পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সাফল্য কামনা করি।

(আলমগীর কবির)

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন একটি 'সাময়িকী' প্রকাশ করছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। আমি মনে করি এ সকল সৃজনশীল কর্মকান্ড মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটায়, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে এবং পরস্পরকে আরও গভীরভাবে জানার সুযোগ করে দেয়। অধিকন্তু সাময়িকী প্রকশের মাধ্যমে নিজেদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের ক্যাডারভূক্ত প্রকৌশলীগণ এ সাময়িকীর মাধ্যমে প্রত্যেকে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা, কারিগরী জ্ঞান ও আহরিত তথ্যের আদান প্রদনের সুযোগ পাবে, যা নিজ নিজ মেধার উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ বিবেচনায় সামায়িকী প্রকাশের প্রয়াস প্রসংশার দাবী রাখে।

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় সাময়িকীটি প্রকাশিত হচ্ছে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা রেখে সাময়িকীর শুভ কামনা করছি।

(সৈয়দ তানভীর হোসেন)

প্রধান প্রকৌশলী
গণপূর্ত অধিদপ্তর

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন-এর পক্ষ হতে একটি সাময়িকী প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি আশা রাখি একুশ শতকের দ্রুত পরিবর্তনশীল কারিগরি জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রবাহের সংগে এসোসিয়েশনের প্রতিটি সদস্যকে সম্যক অবহিত রাখার জন্য এই প্রকাশনা বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এসোসিয়েশনের সদস্যগণের কারিগরি জ্ঞান, তথ্য ও উপাত্ত আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবেই শুধু নয় এর পাশাপাশি তাদের সৃজনশীল শিল্প ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যম হিসেবেও এ প্রকাশনা বিশেষ অবদান রাখতে পারবে। এ মহতী উদ্যোগের সংগে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সাময়িকী প্রকাশনার এই শুভ সূচনালগ্নে সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও স্বাগত জানাই।

(আবুল কাসেম চৌধুরী)

PWEA EXECUTIVE COMMITTEE 2002-2003

আবুল কাসেম চৌধুরী
সভাপতি
প্রধান প্রকৌশলী

এ,এফ,এম,মনজুরুল ইসলাম
সহ-সভাপতি
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী

মোঃ মতিয়ার রহমান
সহ-সভাপতি
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী

মোঃ ওসমান ফারুক
সহ-সভাপতি
নির্বাহী প্রকৌশলী

কবির আহমেদ ভূইয়া
সহ-সভাপতি
নির্বাহী প্রকৌশলী

মোঃ জসীম উদ্দিন
মহাসচিব
নির্বাহী প্রকৌশলী

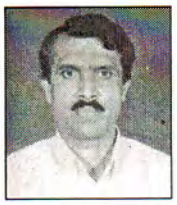

মোঃ সেলিম খান
যুগ্ম-সচিব
উপ-বিভাঃ প্রকৌশলী

মোঃ আব্দুল কাইউম
যুগ্ম-সচিব
উপ-বিভাঃ প্রকৌশলী

মোঃ আনোয়ার হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলী

মোঃ আব্দুল মালেক সিকদার
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
নির্বাহী প্রকৌশলী

মোঃ আবু সাদেক
সাংগঠনিক সম্পাদক
উপ-বিভাঃ প্রকৌশলী

মোঃ মফিজুর রহমান
প্রকাঃ ও দপ্তর সম্পাঃ
উপ-বিভাঃ প্রকৌশলী

আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কার্যক্ষেত্র চিহ্নিত করে বিভিন্ন নূতন প্রকল্পের প্রস্তাবনা

(মুক্ত আলোচনার আলোকে রচিত প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার)

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রকৌশলীবৃন্দ নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ক্ষেত্রে আলোচকগণ মনে করে যে, সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক সেক্টরসমূহ যথা দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর অধিকারায়ন, নবগঠিত মন্ত্রণালয়সমূহের কার্য পরিধি, যুব কর্মকান্ড, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকান্ডের দিকে গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন -

- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ভবনের ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাই (Seismic Assessment) এবং প্রয়োজনীয় ভবনে রেট্রোফিকেশন (Retrofication) প্রকল্প।
- ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা লাঘবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বহুতলবিশিষ্ট কার পার্ক নির্মাণ প্রকল্প।
- দেশের সকল সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকায় মাননীয় সংসদ সদস্যদের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
- গ্রাউন্ড ওয়াটার এর উপর চাপ কমাবার লক্ষ্যে সরকারী ভবনাদিতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রকল্প (Rain Water Harvesting)। উল্লেখিত কাজে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে সহযোগীতা পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রকল্প পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
- বিভিন্ন সরকারী কলোনী, ছাত্রাবাসে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প।
- পানি হতে আর্সেনিক দূরীকরণের লক্ষ্যে চিহ্নিত এলাকাসমূহে প্রকল্প গ্রহণ।
- আইনশৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুলিশ/আনসারকে আরও উন্নত এবং যুগোপযোগী করার সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রফতানীর সরকারী নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- দূর্যোগ/যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশসমূহে পুনঃনির্মাণ কাজে বাংলাদেশ গণপূর্ত অধিদপ্তরের অংশ গ্রহণ।
- নবগঠিত মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য বিভিন্ন জেলা সদরে অফিস/মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প।
- বিভিন্ন জেলায় পিডব্লিউডি এর পতিত জমিতে মূল্যবান ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিকল্পিত বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ।
- জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য ডরমিটরী নির্মাণ প্রকল্প।
- ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে রমনা পার্ক ও লেক এর মত একটি পার্ক ও লেক নির্মাণ প্রকল্প।
- জেলা সদরের ডাকবাংলোসমূহের সংস্কার/সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
- বন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিস, বাসস্থান, রেষ্টহাউজ ইত্যাদি নির্মাণ প্রকল্প।
- বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার সার্বিক সংস্কারের সরকারী নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ও অবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
- সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা সমাধান কল্পে প্রতিটি জেলায় নূতন আবাসিক ভবন/ডরমিটরী নির্মাণ এবং বিদ্যমান আবাসিক ভবনসমূহের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে হেলথ কেয়ার সেন্টার স্থাপন প্রকল্প।
- ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের ১০০ শয্যার হাসপাতালগুলোকে ১৫০-২০০ শয্যার হাসপাতালে রূপান্তর করণ প্রকল্প এবং বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য দাতা সংস্থা/উন্নয়ন সহযোগীদের সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে বস্তিবাসীদের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে প্রকল্প গ্রহণ।
- বিভিন্ন জেলা সদরে কোর অফিস ব্যতীত অন্যান্য সরকারী অফিসগুলোকে একই স্থানে স্থানান্তর করার লক্ষ্যে জেলা অফিস কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প।
- প্রতিটি জেলা সদরে প্রস্তাবিত সউদি আরব সরকারের সহায়তায় একটি করে মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প।
- পর্যটন শিল্পের বিকাশকল্পে কক্সবাজার, কুয়াকাটা, সুন্দরবন প্রভৃতি সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্রে হোটেল, মোটেলসহ অন্যান্য অবকাঠোমো নির্মাণ প্রকল্প।
- জেলা/উপজেলা সদরে কাঁচা বাজার উন্নয়ন প্রকল্প।
- জেলার অফিসার্স ক্লাবসমূহের উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করণ প্রকল্প।

উপরের অধিকাংশ প্রকল্পেই দাতা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মহাসচিব-এর ডেস্ক থেকে

বি.সি.এস (গণপূর্ত) ক্যাডারের প্রকৌশলীদের কল্যাণের নিমিত্তে ১৯৭৮ সালে পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন নামের এই সংগঠনটি আত্ম প্রকাশ করে। সারাদেশে বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪১১ জন।

বি.সি.এস (গণপূর্ত) ক্যাডারের সকল প্রকৌশলীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং চাকুরীর অবস্থা উন্নতকরণই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও আছে প্রকৌশল পেশায় দক্ষতা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা নেয়া এবং পেশাগত নীতি ও আচরণ বিধি নির্ধারণের মাধ্যমে অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন সৃষ্টি করা যা পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্মান প্রদর্শনে সহায়ক হবে।

সদস্য প্রকৌশলীদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা নেয়া এবং জনগণকে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রম অবহিত করা ও প্রকৌশলীদের উপর প্রদত্ত কাজ সম্পাদনে দায়িত্বশীলতার প্রমান করে জনগণের আস্থা স্থাপন করা ও এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য।

এই সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসোসিয়েশন নিম্নোক্ত কর্মকান্ডগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে

- সদস্য প্রকৌশলীদের সমষ্টিগত সমস্যাবলী চিহ্নিত করে বিধান অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া।
- প্রকৌশল পেশার উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন এবং বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেয়া।
- প্রকৌশল পেশার এবং গোষ্ঠী স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে অন্য সকল সংগঠনের সংগে সহযোগীতা প্রদান করা।
- পেশা বিষয়ক আলোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য নিয়মিত সভা করা। কারিগরি কর্মে প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা।
- কারিগরি সেশন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এর আয়োজন করা। সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমে পেশাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা এবং এসোসিয়েশনের কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- বিপদাপন্ন সদস্য বা তাঁর পরিবারকে সমবেদনা প্রদান এবং প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
- গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সংগঠিত করা।

ইতোমধ্যে বর্তমান কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হল

ক. পেশাগত মান উন্নয়নে এবং এসোসিয়েশনের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার নিমিত্তে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ. আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কার্যক্ষেত্র চিহ্নিত করে বিভিন্ন নূতন প্রকল্পের প্রস্তাবনা দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধান প্রকৌশলী যে আহবান করেন তার প্রেক্ষিতে বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ তারিখে এসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনার ফলাফল একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়কে অবহিত করা হয়েছে।

গ. উন্নত চিকিৎসার জন্য আমাদের একজন সদস্য প্রকৌশলীকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যতে এসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সকল সদস্যদের সহযোগীতায় আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

PWEA EXECUTIVE COMMITTEE 2002-2003

জাফর আহমদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
উপ-বিভাঃ প্রকৌশলী

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
ক্রীড়া সম্পাদক
উপ-বিভাঃ প্রকৌশলী

মোঃ সেকান্দর আলী
সদস্য
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী

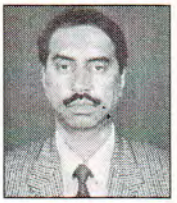

মোঃ রেজাউল করিম
সদস্য
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

দেওয়ান শাহ আলম
সদস্য
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মোঃ মতিয়ার রহমান
সদস্য
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

দেওয়ান মোঃ ইয়ামীন
সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী

মোঃ নজরুল ইসলাম
সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী

কাজী আবদুল মালেক
সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী

সৈয়দ মাহফুজ আহমেদ
সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী

এ.কে.এম. মনিরুজ্জামান
সদস্য
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য
উপ-বিভাঃ প্রকৌশলী

মোঃ আব্দুল হক
সদস্য
উপ-বিভাঃ প্রকৌশলী

গোলাম আজাদ বীর প্রতীক
সদস্য
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

এস.এম. জুলকার নাইন
সদস্য
উপ-বিভাঃ প্রকৌশলী

আব্দুল কাদের চৌধুরী
সদস্য
উপ-বিভাঃ প্রকৌশলী

মোঃ আবুল খায়ের
সদস্য
উপ-বিভাঃ প্রকৌশলী

TECHNICAL

Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials

Mohammad Abu Sadeque
Sub-Divissional Engineer

In our everyday work as civil engineers we face lot of problems. One of which is limit of tolerance for concrete construction. Some times it brings in controversies with contractors. This write up will help to know the limits as specified by Standard codes prepared by different agencies. This is an attempt to publish some of ACI standard specifications.

In this report only the relevant sections of ACI 117-90 has been chosen. The Chapter and para mark has been followed as per original ACI publication. This caused some discontinuity in para numbering.

SECTION 2 - MATERIALS

2.1 - Reinforcing steel fabrication

Intentionally omitted to avoid complicated diagram

2.2 - Reinforcement placement

- Tolerance shall not permit a reduction in cover except as set forth in sec hereof.
- Clear distance to side forms and resulting concrete surfaces and clear distance to formed and resulting concrete soffits in direction of tolerance

When member size is 4" or less	+1/4"-3/8"
When member size is over 4" but not over 12"	3/8"
When member size is over 12" but not over 2'	1/2"
When member size is over 2'	1"

- Concrete cover measured perpendicular to concrete in direction of tolerance

When member size is 12" or less	-3/8"
When member size is over 12"	-1/2"

Reduction in cover shall not exceed one-third specified concrete cover.
Reduction in cover to formed soffits shall not exceed -1/2"

- Distance between reinforcement:
One-quarter specified distance not to exceed 1"
Providing that distance between reinforcement shall not be less than the greater of the bar diameter or 1" for unbundled bars.
For bundled bars, the distance between bundles shall not be less than the greater of 1"or 1.4 times the individual bar diameter for 2 bar bundles, 1.7 times the individual bar diameter for 3 bar bundles and 2 times the individual bar diameter for 4 bar bundles.
- Spacing of nonprestressed reinforcement, deviation from specified location
In slabs and walls other than stirrups and ties 3"
Stirrups ..... Depth of beam in inches/12x1"
Ties .....
.....least width of column in inches /12x1"
However, total number of bars shall not be less than Specified.
- Placement of prestressing reinforcement or prestressing Steel ducts

Lateral placement	
Member depth (or thickness) 24" or less	1/2"
Member depth (or thickness) over 24"	1"
Vertical placement	
Member depth (or thickness) 8" or less	1/4"
Member depth (or thickness) over 8"but not over 24"	3/8"
Member depth (or thickness) more then 24"	1/2"

- Longitudinal location of bends and ends of bars:

At discontinuous ends of members	1"
At other location	2"

- Embedded length of bars and length of bar laps:

#3 through #11 bar sizes	-1"
#14 and #18 bar sizes (embedment only)	-2"

- Bearing plate of prestressing tendons, deviation from Specified plane 1 degree

2.3 Placement of embedded items

- Clearance to reinforcement the greater of the bar diameter or — 1"
- Vertical alignment, lateral alignment, and level alignment — 1"

2.4 Concrete batching

Table not enclosed here intentionally

2.5 Concrete properties

- Slump, where specified as maximum or not to exceed, for all values — +0"
- Specified slump 3" or less — -1-1/2"
- Specified slump more then 3" or less — -2-1/2"
- Slump, when specified as a single value
- Specified slump 4" or less — 1"
- Specified slump more then 4" — 1-1/2"
- Where range is specified, there is no tolerance.
- Air content, where no range is specified and specified air Content by volume is 4 percent or greater — 1-1/2 percent
- Where range is specified, there is no tolerance.

SECTION-3- FOUNDATION

3.1 - Vertical alignment

- Drilled piers

Category A - For unreinforced shafts extending through materials offering no or minimal lateral restraint (i.e., water, normally consolidated organic soils, and soils that might liquefy during an earth-quake) -12.5 percent of shaft diameter.

Category B - For unreinforced shafts extending through materials offering lateral restraint (soils other that indicated in Category A) - not more then 1.5 percent of the shaft length.

Category C - For reinforced concrete shafts - not more than 2.0 percent of the shaft length.

3.2- Lateral alignment

- Footings
  As cast to the center of gravity as specified; 0.02 times width of Footing in direction of misplacement butt not more then — 2"
  Supporting masonry — 1/2"
- Drilled piers
  1/24 of shaft diameter but not more then — 3"

3.2- Level alignment

- Footings
  Top of footings supporting masonry — 1/2"
  Top of footings — + 1/2"-2"
- Drilled piers
  Cut - off elevation — +1"-3"

3.4 - Cross - sectional dimensions

- Footings
  Horizontal dimension of formed members — +2"-1/2"
  Horizontal dimension of unformed members cast against soil 2' or less — +3"-1/2"
  Greater than 2' but less then 6 — +6"-1/2"
  Over 6' — +12"-1/2"
  Vertical dimension (thickness) — -5%

3.5 - Relative alignment

- Footing said and top surfaces may slope with respect to the specified plane at a rate not to exceed the following amounts in 10' — 1"

To be continued in the April Issue of PWEA News letter- Editor.

TECHNICAL

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের অডিট আপত্তির সর্বশেষ অবস্থা

খান মোঃ আব্দুল বারী
নির্বাহী প্রকৌশলী

গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিভিন্ন সার্কেল ও বিভাগসমূহ নিয়মিত পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক অডিট হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নথিপত্র নিরীক্ষা পূর্বক অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট অডিট আপত্তি উত্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে সন্তোষজনক জবারের মাধ্যমে কিছু আপত্তি স্পটেই নিষ্পত্তি করে থাকেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি আরও অধিক ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন তবে স্পটেই বেশীরভাগ আপত্তি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হতে পারে। বাকী আপত্তিগুলো পরবর্তীতে "পরিদর্শন বিবরণী" আকারে মহাপরিচালক, অডিট অধিদপ্তর হতে জবাব প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরিত হয় এবং ওগুলোর জবাব বিভাগীয় অফিস হতে সংশ্লিষ্ট তবআবধায়ক প্রকৌশলীর মাধ্যমে মহাপরিচালক, অডিট অফিস হতে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সন্তোষজনক জবাব সংগ্রহ পূর্বক প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় উক্ত জবাব সন্তোষজনক মনে করলে আপত্তিটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুপারিশসহ মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করে। নতুবা অত্র দপ্তরে পুনরায় সন্তোষজনক জবাব প্রেরনের জন্যে ফেরত দেয় যা পরবর্তীতে পুনরায় সন্তোষজনক জবাব প্রদানের জন্যে অত্র দপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সার্কেলে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে মহাপরিচালক, অডিট অধিদপ্তরে প্রেরিত জবাব গ্রহণযোগ্য না হলে পরবর্তীতে এটা খসড়া প্যারা হিসেবে রূপান্তরিত হয় এবং অগ্রিম আপত্তির অনুরূপ পুনঃরায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়। অতঃপর সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হলে সি এন্ড এ জি অফিস হতে বার্ষিক রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদের পি এ সি-তে আলোচনার জন্যে উত্থাপিত হয় এবং উক্ত কমিটি অত্র অধিদপ্তর তথা সংশ্লিষ্ট সচিব মহোদয়ের জবাবের প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। পিএ কমিটির আলোচনায় সচিব মহোদয় এবং এ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়কে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খুবই বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। সুতরাং অডিট আপত্তি সৃষ্টির পর হতেই জবাবের প্রতিটি পদক্ষেপে আপত্তির সাথে মিল রেখে বস্তুনিষ্ঠ এবং প্রামানিক কাগজপত্র/তথ্য সম্বলিত জবাব প্রদান অত্যাবশ্যক।

উল্লেখ্য কোন অগ্রিম প্যারা সন্তোষজনক জবারের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্যে সচিবালয়কে সর্বমোট সময় প্রদান করা হয় ১০ (দশ) সপ্তাহ। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত শীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে সঠিক তথ্য ও প্রমানিক কাগজপত্রসহ সন্তোষজনক জবাব প্রদান করা প্রয়োজন।

গণপূর্ত মনিটরিং ও অডিট সার্কেলের কর্মপরিধি সম্পর্কে অনেকেরই বিভ্রান্তি রয়েছে। এ দপ্তর শুধমাত্র মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত অগ্রিম এবং খসড়া আপত্তির জবাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক নিষ্পত্তিমূলক জবাবগুলো গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালায়ে প্রেরণ করে থাকে। অডিট আপত্তির জবাব প্রদানের পর মন্ত্রণালয় এবং মহা-পরিচালক, অডিট অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সার্কেলের কর্মকর্তার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও যোগাযোগ পূর্বক আপত্তি নিষ্পত্তির যথেষ্ট সুযোগ থাকে বিধায় তাঁদেরকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আপত্তি খসড়াতে রূপান্তরিত হওয়ার পরেও বার্ষিক রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সি এন্ড এ জি অফিসে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

আরও উল্লেখ করা যায় যে, অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তির সাথে গণপূর্ত মনিটরিং ও অডিট সার্কেল সম্পৃক্ত নয়। ওগুলোর জবাব সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এর মন্তব্যসহ সরাসরি পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-এর বরাবরে প্রেরণ করতে হয়। অথচ অনেক বিভাগ/সার্কেল হতে গণপূর্ত মনিটরিং ও অডিট সার্কেলে এর জবাব প্রেরণ করায় কালক্ষেপণসহ বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডিসেম্বর ২০০১-এর পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের অডিট আপত্তির সর্বমোট সংখ্যা ১৪৪৮২টি। তন্মধ্যে ৮৬৫টি খসড়া, ৬১২৫টি অগ্রিম এবং ৭৪৯২টি পরিদর্শন বিবরণীর পর্যায়ে রয়েছে।

অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পুঞ্জীভূত সাসপেন্স ব্যয় সমন্বয়ের নিমিত্তে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক প্রতি মাসে টাস্কফোর্সের আঞ্চলিক উপ-কমিটির একটি করে সভা অনুষ্ঠানের নির্দেশ থাকা সত্বেও সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে যে, অধিকাংশ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী উক্ত সভা করেন না। উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির পথ সুগম হবে বলে আশা করা যায়।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের "গণপূর্ত বিবিধ অগ্রিম" খাতে ২০০০-২০০১ সাল পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সাসপেন্সের পরিমাণ প্রায় ১০৬,৮৭,৮৫,৫৮৯/- টাকা। এ সাসপেন্স ব্যয়ের বিপরীতে অসংখ্য অডিট আপত্তি সর্ব পর্যায়ে (সাধারণ/অগ্রিম/খসড়া) উত্থাপিত হয়েছে। এ সব আপত্তির নিষ্পত্তি কল্পে প্রয়োজনয়ি বরাদ্দের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক এবং সে লক্ষ্যে প্রত্যাশি মন্ত্রণালয়/সংস্থা ভিত্তিক প্রতিটি বিভাগের সাসপেন্স ব্যয়ের বিস্তারিত প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। যে সমস্ত বিভাগ এখনও উক্ত সাসপেন্স ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব প্রতিবেদন গণপূর্ত মনিটরিং ও অডিট সার্কেলে প্রেরণ করেননি তাঁদের অবিলম্বে তা প্রেরণ করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, বরাদ্দতিরিক্ত খরচ সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত হলেও বেশ কয়েকটি বিভাগ বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ করে পুঞ্জিভূত সাসপেন্সের পরিমাণকে আরও স্ফীত করেছে। সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমানে এ সব বিভাগের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ অধিদপ্তরের "ভান্ডার খাতে" ২০০০-২০০১ সাল পর্যন্ত প্রায়

৭৫,০৩,৩৮,৪১৬/- টাকা মূল্যের মালামাল মজুদ রয়েছে এবং এর উপর অসংখ্য অডিট আপত্তি রয়েছে। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য মালামাল সরকারী কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে এবং অব্যবহারযোগ্য মালামাল বিধি মোতাবেক নিলামে বিক্রি করে ভান্ডার শূন্যের কোটায় আনার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বেশীরভাগ বিভাগীয় প্রতিবেদনে দেখা যায় বছরের পর বছর ধরে মালামাল ভান্ডারে পড়ে থাকলেও তা ব্যবহার করা হচ্ছে না। এমনকি নিলামে বিক্রির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে না। ফলে এ সংক্রান্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২০০০-২০০১ সাল পর্যন্ত সাসপেন্স ব্যয়ের "ক্রয় উপখাতে" গণপূর্ত অধিদপ্তরের ক্রমপুঞ্জিভূত অসমন্বিত টাকার পরিমাণ প্রায় ১৬৩,৮৮,৮১,২২৮/- টাকা এবং এর উপর বহু অডিট আপত্তি রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ বিপুল পরিমাণ ব্যয় শুধুমাত্র এটিডি/এটিসি সমন্বয়ের অভাবে আন্তঃবিভাগে অসমন্বিত রয়েছে। এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলীদের সউদ্যোগে ইটিডি.এটিসি সমন্বয়ের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা হলে এ সম্পর্কীত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

১৯৮৮-৮৯ হতে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত সিএজির সংকলনভূক্ত অনালোচিত খসড়া অডিট আপত্তির মধ্যে অদ্যাবধি বিভিন্ন বিভাগের ২৭২টির নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, অতিশীঘ্রই উক্ত আপত্তিগুলো সংসদীয় পিএ কমিটিতে সিদ্ধান্তের জন্য আলোচিত হবে। সে প্রেক্ষিতে অনতিবিলম্বে সংকলনভূক্ত অনালোচিত খসড়া অডিট আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক ব্রডশীট জবাব সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রেরনের জন্য সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রয়োজন। অন্যথায় পিএ কমিটির সিদ্ধান্তের জন্যে সৃষ্ট জটিলতার সকল দায়-দায়িত্ব তাঁদের উপর বর্তাবে।

সর্বোপরি, ভবিষ্যতে যাতে অডিট আপত্তি উত্থাপিত না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তার বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তবে অডিট আপত্তি হলেও তার সংখ্যা যতটা কম রাখা যায় তার চেষ্টা এবং উত্থাপিত আপত্তির সকল জবাব অডিট অফিস কর্তৃক প্রদত্ত সময় সীমার মধ্যে প্রদান করা প্রয়োজন। তাছাড়া বৎসর ভিত্তিক পুঞ্জীভূত অডিট আপত্তির হিসাব ও এতদসংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি একটি রেজিষ্টারে সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করা প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জন্যে অপরিহার্য। প্রায়ই দেখা যায়, দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা বদলী হলে পরবর্তী নুতন কর্মকর্তা দায়িত্ব গ্রহণের পর অডিট আপত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয় না/পাওয়া যায় না। কিন্তু অডিট আপত্তির হিসাব একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষিত থাকলে উক্ত সমস্যার সৃষ্টি হয় না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাই তাঁর দপ্তরে পুঞ্জীভূত অমীমাংসিত অডিট আপত্তির জবাব প্রদান করবেন এবং তাঁর সময়ের আপত্তি নয় বিধায় জবাব প্রদানে বিরত থাকা/অনীহার কোন সুযোগ তাঁর নেই। ■

With
the
Compliments
of

মেসার্স আর্শী বিল্ডার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স
M/S. EARSHY BUILDERS & ENGINEERS
Engineers, Builders & Consultant.
Court Road, Khagrachari.

রম্য রচনা

মোঃ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী

তেতুলিয়া গ্রামে প্রাইমারী বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসিয়াছেন ইনস্‌পেক্টর। বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই তটস্থ। পরিদর্শক ৫ম শ্রেণী পরিদর্শনকালে শ্রেণী শিক্ষকের নিকট জানিতে চাহিলেন ক্লাশে ফাষ্ট বয় কে। সাথে সাথে শ্রেণী শিক্ষক শ্রেণী কক্ষের সামনের বেঞ্চের কোণার আসনে উপবিষ্ট ছাত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'আব্দুর রহিম দাড়াও।' আব্দুর রহিম উঠিয়া দাড়াইলে ক্লাসে ফাষ্ট বয় হিসাবে শ্রেণী শিক্ষক পরিদর্শকের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দেন। পরিদর্শক আব্দুর রহিমকে প্রশ্ন করেন 'বলত আব্দুর রহিম সোমনাথ মন্দির কে ভাঙ্গিয়াছে।'

আব্দুর রহিম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ইতস্তত করিয়া জবাব দিল 'স্যার আমি ভাঙ্গি নাই।' জবাব শুনিয়া পরিদর্শক শ্রেণী শিক্ষককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন 'এই হইল আপনার ফার্ষ্ট বয়ের মেধার নমূনা। স্কুলে কি লেখাপড়া কিছু হয়। নাকি আপনারা হাওয়া খাইয়া বেড়ান।' শ্রেণী শিক্ষক কাঁচু মাঁচু করিয়া কহিলেন 'স্যার, আব্দুর রহিম ভাল ছেলে ও মিথ্যা বলার ছেলে নয়। ওইটা ও ভাঙ্গে নাই তাহা নিশ্চিত।'

অতঃপর পরিদর্শক অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বিষয়টি প্রধান শিক্ষকের গোচরীভূত করিলেন। প্রধান শিক্ষক বিনয়ের সুরে বলিলেন 'স্যার, আমি এই বিদ্যালয়ে কিছু দিন হয় বদলি হইয়া আসিয়াছি এই সব ভাঙ্গা ভাঙ্গির কথা আমি জানিনা।' প্রধান শিক্ষকের এহেন জবাব শুনিয়া ক্রোধে ক্ষোভে পরিদর্শক তাঁহার জন্য আয়োজিত আপ্যায়ন বর্জন করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যকে বিষয়টি অবহিত করিলেন।

মাননীয় সাংসদ পরিদর্শকের উদ্দেশ্যে বলিলেন 'দেখুন, আমি জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের সার্বক্ষণিক সুখ দুঃখের সাথী। এলাকার জনগণের মধ্যে কেহ এইটা ভাঙ্গিয়া থাকিতে পারে। এইটা নিয়া হৈ-চৈ করিলে এলাকায় আমার শুনাম ক্ষুন্ন হইবে। জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইবে। তার চেয়ে আপনি নতুন একটা নির্মাণের ব্যবস্থা করুন। কত টাকা লাগে মন্ত্রী মহোদয়কে বলিয়া আমি ব্যবস্থা করিব। হেঁ হেঁ .....'

With the Compliments of

প্রকৌশলী-ও-নির্মাতা লিমিটেড
PROKAUSHALI-O-NIRMATA LTD.
147/A/2, Monipuri Para
(3rd Floor) Airport Road
Tejgaon, Dhaka-1215
Tel : 8122129, 9120635

একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে

এ.এফ.এম মনজুরুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

চারিদিকে অশান্ত জনতার ঢেউ
এরই মাঝে ফিরে এলো শহীদের রক্তে রাঙানো-
একুশে ফেব্রুয়ারী॥
সালাম বরকতসহ অসংখ্য শহীদের রক্ত
যেন প্রতিটি বাংগালীর অশ্রু জলের অর্ঘ্য
তাই নিয়ে চিত্ত ভরা বিত্ত দিয়ে সাজাব মোর ডালা।
সকল শহীদের গলায় পরাব মৃত্যুঞ্জয়ীর মালা।
একুশ আমার বর্ণমালা, আমার জ্ঞানের আলো।
প্রতিটি বাংগালীর ঘরে ঘরে একুশের আলো জ্বালো।
একুশে আমার মায়ের বুকের পাজর,
ভাই ও বোনের তাজা রক্তে স্নাত একুশে যেন-
এক একটি তাজা রক্ত গোলাপ।
একুশ একটি বলিষ্ঠ চেতনা, বলিষ্ঠ সংগ্রাম
একে কি ভুলা যায়? আমি কি ভুলতে পারি?
চির জাগ্রত তুমি একুশে, অমর তারা
মাতৃভাষা রক্ষার্থে যারা জলাঞ্জলি দিল প্রাণ।
হে চিরঞ্জীব-তোমাদের স্মরণে-
আগামী সূর্য পথে, রচে যাবো মোরা এক
নতুন ইতিহাস-
আজ শপথ নিলাম তারি।

শোক বার্তা

গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংস্থাপন শাখা-১-এর তত্ত্বাবধায়ক এ.এফ.এম. মহসীন গত ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ দিবাগত রাত আনুমানিক ২ ঘটিকায় মিরপুরস্থ সরকারী বাসভবনে আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মরহুম তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী এবং অমায়িক।

তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ গভীরভাবে শোকাভিভূত।

জনাব মহসিন চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলাস্থ পালগিরী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ফজর আলী পন্ডিত। ১৯৪৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্ম হয়েছিল।

মহান আল্লাহ তায়ালা মরহুমের বিদেহী আত্মাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।

আমিন!

মার্চ-এর অনুষ্ঠানমালা

১৯ মার্চ ২০০২	সেমিনার	আয়োজনেঃ পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোঃ স্থান ঃ পিডব্লিউডি অডিটরিয়াম, পূর্তভবন, ঢাকা। সময় ঃ বিকাল ৩-০০মিঃ
২০ মার্চ ২০০২	বার্ষিক নাটক	আয়োজনেঃ পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাব স্থান ঃ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন মিলনায়তন ঢাকা। সময় ঃ সন্ধ্যা ৬-১৫মিঃ
২২ মার্চ ২০০২	বার্ষিক স্পোর্টস	আয়োজনেঃ পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাব স্থান ঃ BUET খেলার মাঠ, ঢাকা। সময় ঃ সকাল ৮-৩০মিঃ

In the next issue

Standard Specification for Toleranecs : Part II

Proceedings of Seminar on BNBC'93

Your opinion (letter column)

পয়নিষ্কাশন ঃ বর্তমান অবস্থা ও কারণ

PWEA Activities Column etc.

গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে জনাব আবুল কাসেম চৌধুরী-এর দায়িত্ব গ্রহণ

জনাব আবুল কাসেম চৌধুরী বিগত ০৯.০২.২০০২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর এর প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে তিনি স্বাস্থ্য উইং-এ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

এক বর্ণময় কর্মজীবনের অধিকারী জনাব চৌধুরী ১৯৬৯ সালে বুয়েট, ঢাকা থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েশন লাভ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে বিল্ডিং প্রজেক্ট ডিভিশন-১ এ সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন। এর পর বিভিন্ন পদমর্যাদায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত লিবিয়া সরকারের Ministry of Housing-এ প্রেষণে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও তাঁর চাকুরী জীবনের কিছু সময় তিনি ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়, আণবিক শক্তি কমিশন ও Urban Development Directorate -এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, গ্রীস, ইটালী, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, ভারত, সিংগাপুর, পাকিস্তান ইত্যাদিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফরের অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে।

মে ২০০০ সালে নাইরোবী, কেনিয়াতে 'Istambul+5 UNCHS (habitat)' সভায় তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৯৪৫ সালে নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী জনাব চৌধুরী একজন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে তার অনেক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বাংলা উপন্যাস 'ওরা আসবে', 'ভাঙ্গা পথের রাঙ্গা ধুলো', 'থলের বিড়াল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

PWEA
Room No. 407
Purta Bhaban
Annex Building
Segun Bagicha
Dhaka-1000

শহর ও গ্রাম অঞ্চলে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের নির্দেশিকা
Rain Water Harvesting Manual

PUBLICATION

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শহর ও গ্রামাঞ্চলে পানির বাহিদা ক্রমশঃই বাড়ছে। দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশেরই পানির চাহিদা ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা পূরণের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানিরস্তর ক্রমশঃ নীচে নামতে শুরু করেছে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে জনগণের প্রয়োজনীয় পানির যোগান দেওয়া সরকারের পক্ষে ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপর দিকে দেশের সহজলভ্য সুপেয় পানির একমাত্র উৎস ভূ-গর্ভস্থ পানি আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হওয়ায় গ্রামে এমনকি শহরেও পানীয়জলের সংকট দেখা দিয়েছে। এছাড়া সমুদ্র পার্শ্ববর্তী এলাকায় পানি অধিকমাত্রায় লবণাক্ত হওয়ায় ব্যবহারের অনুপযোগী। এ অবস্থায় প্রকৃতি হতে সহজপ্রাপ্য বৃস্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে পানির চাহিদা মিটানো আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহজ পাঠ্য এই নির্দেশিকাটিতে টিন, টালীর ছাদ, একতলা ও বহুতলা বিশিষ্ট ইমারতের ছাদ হতে কিভাবে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণ করে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে এবং বিশেষ করে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় তা সহজ পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

নির্দেশিকাটি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত।